দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ১9 FEB 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ঢাবির ৪৩ তম সমাবর্তন

ড. ইউনূসের যোগদান ইস্যুতে একাডেমিক কাউন্সিল বৈঠকে হৈ চৈ

অধিকাংশ শিক্ষকের বর্জনের ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ড. ইউনূসের যোগদানের ইস্যুতে গতকাল (রোববার) একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংয়ে ব্যাপক হৈ চৈ ও বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। বিকেল ৩টায় একাডেমী কমিটির সভা ১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ড. ইউনূসের যোগদান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত হয়। সভা সন্ধ্যে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত চলে। সভার এক পর্যায়ে অধিকাংশ শিক্ষক ড. ইউনূসকে বাদ না দিলে সমাবর্তন বর্জনের ঘোষণা দেন। আওয়ামীপন্থী নীল দল, বামপন্থী সোনালী দল এমনকি বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের কোন কোন শিক্ষকও ড. ইউনূসের সমাবর্তন বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। এমতাবস্থায় আগামী ২৮ফেব্রুয়ারী নির্ধারিত সমাবর্তন অনুষ্ঠান না হওয়ার অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সভায় ১৯১জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সভা শুরু হওয়ার প্রথম দুই ঘণ্টাই ড. ইউনূসকে কেন্দ্র করে শিক্ষকরা বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। তারা ড. ইউনূসকে বিতর্কিত বলে উল্লেখ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. হারুন-উর-রশীদ, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আনোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি তাজমেরী এস এ ইসলাম, প্রফেসর আরআইএম আমিনুর রশীদ, বাণিজ্য অনুষদের ডীন প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, সিন্ডিকেট সাদেকা হালীম প্রমুখ। সভা শেষে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. হারুন-উর-রশীদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেওয়াজ অনুযায়ী নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তি সমাবর্তন বক্তার পদ অলঙ্কৃত করবেন, এটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য। ড. ইউনূসকে যখন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তখন তিনি ছিলেন নোবেলিস্ট। একাডেমিক কাউন্সিলে সর্বসম্মতভাবে তাকে ডক্টর অব লজ ডিগ্রী দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এখন তিনি একজন রাজনীতিবিদ। তাই একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যরা তাকে চান না। অতএব বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে। সভা সূত্র জানায়, অধিকাংশ শিক্ষক ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তারা বলেন, ড. ইউনূস এখন একজন রাজনীতিবিদ, তাই তাকে সমাবর্তনে আনা ঠিক হবে না। নিজেকে তিনি বিতর্কিত করে ফেলেছেন। অবশ্য এ সময় শিক্ষকদের দাবী উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ অবস্থান নেন ড. ইউনূসের পক্ষে এবং তিনি আগের সিদ্ধান্তে অটল থাকার কথা বলেন। এতে শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে সমাবর্তন বর্জনের ঘোষণা দেন। তারা ভিসিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি পুলিশ ও সেনাবাহিনী নিয়ে সমাবর্তন করতে পারবেন, তবে অধিকাংশ শিক্ষকগণ এতে অংশগ্রহণ করবেন না। এতে করে আপনিও ড. ইউনূসের মতো গ্রহণযোগ্যতা হারাবেন।